ইত্তেফাক

তারিখ ... 19.3.85 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 1 ...

006

দুইজন দুঃস্থ শিক্ষকের কাহিনী

পত্রিকায় দুইজন প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের করুণ জীবনের কাহিনী ছাপা হইয়াছে। একজন উলুকাটা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম খান। বাঁচিয়া থাকার জন্য তাঁহাকে মানুষের কাছে হাত পাতিতে হইতেছে। অন্যজন বসন্ত কুমার সূত্রধর। তিনিও বাঁচিয়া থাকার জন্য স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়া মহিমাগঞ্জে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথই তাঁহাদের সামনে খোলা নাই। এক সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁহারা দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। আজ তাঁহাদের নিজেদেরই বাঁচিয়া থাকার কোনো সংস্থান নাই। হতভাগ্য সমাজে ইহাই শিক্ষকের ভাগ্য। একদিন যাঁহারা শিক্ষকতার মহান ব্রত বাছিয়া লইয়া শিক্ষাদানের কাজে নামিয়াছিলেন আজ তাঁহাদেরই অন্যের কাছে হাত পাতিতে হইতেছে। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন তাঁহাদের কোনো নিরাপত্তাই দিতে পারে নাই। বসন্ত কুমার সূত্রধর কিংবা আবুল কালাম খানের এই দুর্ভাগ্যের কাহিনী ছাপা হওয়ার পর দয়াপরবশ হইয়া কেহ কেহ হয়তোবা সাহায্যের হাতও বাড়াইবেন। তাহাতে দয়া, মহানুভবতা কিংবা বদান্যতার পরিচয় হয়তো মিলিবে, কিন্তু আবুল কালাম খান ও বসন্ত সূত্রধরদের মতো দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হইবে না। এই জন্যই বিষয়গুলি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

একজন শিক্ষক কিংবা একজন পেশাজীবী মানুষকে চাকুরী জীবনের পর এরূপ দুঃস্থ অবস্থা এবং ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জা হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদের জন্য সামাজিক নিরপত্তার একটি সুনিশ্চিত ব্যবস্থাই গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। যে কোন কল্যাণ রাষ্ট্রেরই ইহা লক্ষ্য হওয়া উচিত। চাকুরী জীবন শেষে বার্ধক্যে স্ত্রী-পরিজন ও পুত্রকন্যা লইয়া কেহ পথে বসুক কিংবা বাঁচিয়া থাকার জন্য মানুষের কাছে হাত পাতুক ইহা কাহারোই কাম্য হইতে পারে না। বাঁচিয়া থাকার নিম্নতম গ্যারান্টি না দিতে পারিলে সমাজে ভাগ্যহত মানুষের দুর্দশাই আরো বৃদ্ধি পাইবে। সেক্ষেত্রে আবুল কালাম কিংবা বসন্ত সূত্রধরকে সাময়িক কিছু সাহায্য দিয়া তাঁহাদের দুর্দশা যেমন দূর করা যাইবে না তেমনি সমষ্টিগতভাবে সকল দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুর্দশাও মোচন করা সম্ভব হইবে না।

মানবিক দৃষ্টিকোণ হইতেই এইসব দুঃস্থ ব্যক্তির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত। আবুল কালাম খান কিংবা বসন্ত কুমার সূত্রধরদের মতো ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করিয়া যদি এভাবে ভিক্ষাবৃত্তি বাছিয়া নিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তাহা হইবে গোটা সমাজের জন্যই লজ্জার কারণ। এক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক নিশ্চিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাই কেবল তাঁহাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতে পারে।